dailyobserver
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:25-04-16 Page:16 Col:6-8 Size:19.5Col*Inc

BIDS CONFCE CONCLUDES

Experts link good governance to uplift, upholding human rights

Staff Correspondent

Experts attending Bangladesh Journey, a two-day conference, have linked good governance to development and upholding human rights.

They also focused on major challenges for the country's development, which include corruption, terrorist threat and growing religious intolerance, climate change, rapid urbanisation and unemployment of the educated people. The conference, organised by Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) at the Bangabandhu International Conference Centre in the capital, concluded on Sunday.

It was divided into several sessions which were attended, among others, by economists, business leaders, human rights activists, researchers and social workers.

Sultana Kamal, a prominent human rights activist and former adviser to a caretaker government, said good governance is needed to uphold human rights and dignity.

"Development would be futile without freedom and security," she told the conference, presided over by BIDS Director General KAS Murshid. Sultana also underscored the need for ensuring gender equality.

Dr Binayak Sen, research director at BIDS, made a presentation on the theme of the conference.

Sen illustrated the relations between governance and growth, human development and governance, development and democracy and impact of wealth inequality on governance and political competitions.

Good governance is pre-requisite to development of a country, he said, pointing to the hidden connections between economic progress and political regression.

He further focused on the newly emerged middle class of Bangladesh, whose earnings at present are between $1 and $2 a day. "Without integration of political and civil society, we cannot ensure an enlightened society," he added.

Badiul Alam Majumdar, secretary of Sushaner Jonya Nagorik (Sujan), a non-governmental organization, said while attempting to control chaos, situations of the likes that unfolded in Afghanistan should be averted.

"The elements that helped the Taliban rise - stolen election, corruption and lack of opportunities for the common people - are already prevalent in Bangladesh," he also said.

Dr Mirza Azizul Islam, a former adviser to a caretaker government, said the country lacks quality education and services in the health sector although the government has fared well in both the sectors. "But if we look carefully, we will see that much of people's income goes to health expenditure," Islam, also a renowned economist, said. The BIDS DG said, "Bangladesh's development now faces five challenges like corruption, terrorist threat and growing religious intolerance, climate change, rapid urbanisation and unemployment of the educated people."

Abdul Matlub Ahmad, FBCCI President, and Salman F Rahman, former chief of this apex trade body, Dr Farashuddin, ex-governor of Bangladesh Bank, Dr Mustafizur Rahman, Executive Director of Centre for policy Dialogue (CPD), Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director of Policy Research Institute of Bangladesh, and Zahid Hussain lead economist at the World Bank Dhaka office, also spoke at the conference.

সমকাল
Date: 25-04-2016 Page: 12 Col: 6-8 Size: 24 Col*Inc

অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদের অভাব উন্নয়নে বড় বাধা

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনার কথা সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বেশ কিছু দিন থেকেই বলছে। এমনকি উন্নত দেশের কাতারে চলে যাওয়ার পূর্বাভাসও দিয়েছে কেউ কেউ। তবে অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদের অভাব এ ক্ষেত্রে বড় বাধা।

গতকাল রোববার রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন। 'দা বাংলাদেশ জার্নি' শীর্ষক দু'দিনের এ সম্মেলনে তাত্ত্বিক, গবেষক, নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, অনেক সম্ভাবনা থাকলেও তা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না অবকাঠামো সংকটের কারণে। বেসরকারি খাতে গত ছয়-সাত বছরে স্থবিরতার মূল কারণ অবকাঠামোর উন্নয়ন না হওয়া। জ্বালানি ও পরিবহন খাতে সংকট চরম। বন্দরের সক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়েনি। এর ওপর দুর্নীতি ভর করেছে। ফলে সম্ভাবনাগুলো চাপা পড়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান বলেন, দক্ষ জনবল সংকটের কারণে বড় অঙ্কের অর্থ বিদেশে চলে যায়। অথচ প্রতিবছর প্রচুর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশ দেখতে চাইলে এ জায়গায় নজর দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেন, বিদ্যমান কর ব্যবস্থা অনেক জটিল। এটি পরিবর্তন না করলে জিডিপিতে করের অনুপাত বাড়ানো সম্ভব হবে না। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, মাত্র ১১ লাখ ব্যক্তি কর দেন। এমন অবস্থার জন্য করদাতাদের চেয়ে রাজস্ব প্রশাসন বেশি দায়ী। তিনি বলেন, পরিবহন খাতে অবকাঠামো সংকটের মূল কারণ রেলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না দেওয়া। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক ছিলেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ফয়সাল আহমেদ ও বেসিসের সাবেক সভাপতি এ কে এম ফাহিম মাশরুর। বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ সবাইকে ধন্যবাদ দেন।

বিআইডিএসের সম্মেলনে বক্তারা

অস্বাভাবিক নির্মাণ ব্যয় : এর আগে অবকাঠামো খাতে অর্থ সংকট শীর্ষক এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন, অবকাঠামো খাতে বড় সমস্যা অস্বাভাবিক নির্মাণ ব্যয়। ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় কয়েকগুণ ব্যয় বেশি। মূলত অবকাঠামো খাতে স্বচ্ছতা না থাকার কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এফবিসিসিআইর সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদের সভাপতিত্বে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও পিআরআইর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর।

ড. আহসান এইচ মনসুর

শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে রোববার বিআইডিএসের উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলনের সমাপনীতে বক্তারা ■ সংগৃহীত

প্রথম আলো

Date:25-04-2016 Page: 13, Col:2-5 Size: 32 Col*Inc

বেসরকারি বিনিয়োগে 'শোচনীয়' দশা

বিআইডিএসের উন্নয়ন সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি বিনিয়োগের অবস্থা 'শোচনীয়' বলে মনে করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, আগামী ১০ বছরে অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবছর গড়ে ৭ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ লাগবে। এর জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ দরকার। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে ঝুঁকি কমানোর সুপারিশ করেন তিনি।

গতকাল রোববার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত দুই দিনব্যাপী উন্নয়ন সম্মেলনে 'অবকাঠামো ঘাটতি পূরণে অর্থায়ন' শীর্ষক অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন। শেরেবাংলা নগরের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিআইডিএসের এ সম্মেলন হয়।

অধিবেশনে বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষক নাজনীন আহমেদ উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে অবকাঠামো ঘাটতি পূরণে অর্থায়নের জন্য ছয়টি উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সার্বভৌম বন্ড; আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সিন্ডিকেট ঋণ; দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া; প্রবাসী বন্ড; বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন বন্ড ও ব্রিকস ব্যাংক।

আলোচনা : বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমরা আঞ্চলিক যোগাযোগব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাই। তাই আমাদের ওপর বড় বড় অবকাঠামো তৈরির দায়িত্ব পড়েছে। তা না হলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পিছিয়ে পড়ব।'

সাশ্রয়ীভাবে অবকাঠামো তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিশ্বব্যাংকের দশমিক ৭৫ শতাংশ সুদের ঋণ না নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করা হচ্ছে। রিজার্ভ থেকে যে অর্থ দিচ্ছে, তা ৯ থেকে ১২ শতাংশ সুদে ঋণ নিচ্ছে সরকার। তাহলে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে করা হলে যানবাহন চলাচলে যে টোল নেওয়া হতো, এখন তার চেয়ে কত বেশি নেওয়া হলে এ বিনিয়োগ কার্যকর হবে?

৮-১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ১-২ বিলিয়ন ডলারের বড় প্রকল্পের মতো আগামী বিনিয়োগ দরকার বলে মনে করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) অকার্যকারিতার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের চুক্তি তিন বছর আগে হলেও এখনো কোনো অগ্রগতি হয়নি।

বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা একটি কাঠামোগত সমস্যা হয়ে আছে।

সরকারি প্রকল্পের দৈন্যদশা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতিত্ব আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, কোনো প্রকল্পে ১০০ টাকার কাজ পেলে ঠিকাদারকে ৮০ টাকা আগেই দিতে হয়। তাহলে ভবন নির্মাণে 'বাঁশ' ছাড়া আর কী ব্যবহার করবে ঠিকাদার? তিনি এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

এরপর অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান বলেন, সম্পদের ঘাটতির কারণে সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে করা যাবে না। সম্পদ আহরণ ও নীতি সহায়তার দিকে বেশি জোর দিতে হবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে দারিদ্র্য কমানো এবং আয়বৈষম্য হ্রাস করা।

এমসিসিআইয়ের নির্বাহী কমিটির সদস্য নিহাদ কবির বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কথা বলছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছি না। রাজনীতিবিদদের ভাষা এখন গঠনমূলক নয়, সংঘাতমূলক।'

বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান বলেন, ১৫-২০ বছর আগেও আমরা দুর্নীতি, অবকাঠামো ঘাটতি, দক্ষ মানবসম্পদের অভাবের কথা বলেছি, এখনো একই সমস্যার কথা বলছি। তাহলে ৬-সাড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলো কীভাবে?

এ অধিবেশনে আরও বক্তব্য দেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের জ্যেষ্ঠ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ফয়সাল আহমেদ ও বেসিসের সাবেক সভাপতি এ কে এম ফাহিম মাশরুর।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিআইডিএস আয়োজিত বাংলাদেশ উন্নয়ন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের একটি অধিবেশনে অতিথিরা ● প্রথম আলো

আমাদের সময়
Date:25-04-2016 Page:12, Col 7-8 Size:10 col*inc

বিআইডিএসের সম্মেলনে বক্তারা

অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অস্বাভাবিক অপচয় হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

কাঙ্ক্ষিত হারে দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রধান বাধা অবকাঠামোর অভাব। আর বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোর উন্নয়নে অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে অনেক বরাদ্দও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু স্বচ্ছতা ও দক্ষতার অভাবে সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন না হওয়ায় অর্থ এবং সময়ের অপচয় বাড়ছে, যা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গতকাল বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলনে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদরা।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত দুদিনব্যাপী সম্মেলন গতকাল শেষ হয়েছে। এতে ৬টি পৃথক আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সুলতানা কামাল, আকবর আলি খান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হাসান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহস্যান এইচ মনসুর, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, এফবিসিসিআইয়ের এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অস্বাভাবিক

(১২ পৃষ্ঠার পর) সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম ও বিআইডিএসের ডিজি কেএএস মুর্শিদ প্রমুখ আলোচনা করেন।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বিনিয়োগের প্রধান বাধা জমির অভাব, আইনি জটিলতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব ও অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। প্রতিবছর অবকাঠামোর সমস্যা দূর করতে নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাবে সময়মতো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অবকাঠামোর অর্থায়ন সমস্যা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা, বাস্তবায়নের দক্ষতার অভাব। কোনো প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন হয় না। অতিরিক্ত দুর্নীতি প্রকল্পের সময় ও অর্থ খরচ বাড়াচ্ছে। মসিউর রহমান বলেন, দেশ অনেক এগিয়েছে। কিছু সমস্যা আছে। তা চিহ্নিত করা গেছে। সমাধানও করা হচ্ছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অনেক কম। এর জন্য রাজস্ব বোর্ডের জটিলতা দায়ী। তবে আইন সহজ করা হয়েছে। সরকার জিডিপিতে রাজস্বের অনুপাত বাড়াতে চেষ্টা করছে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি আছে। বিশ্বের স্বীকৃত গবেষণায় বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পোশাক, ওষুধ, ফার্নিচার রপ্তানি হচ্ছে। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন।

যুগান্তর
Date:25-04-2016 Page 17, Col 1-3 Size: 18 Col*Inc

বিআইডিএসের সেমিনারে বিশিষ্টজনরা

অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য চাই অবকাঠামো। আর অবকাঠামো উন্নয়নে শুধু প্রকল্প হাতে নিলে চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। তা না হলে অহেতুক ব্যয় বাড়বে। অর্থনীতিতে এর সুফল পাওয়া যাবে না। এ জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে।

রোববার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের (বিআইডিএস) সেমিনারের সমাপনী সেশনে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। আলোচক ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সালমান এফ রহমান, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ড. ফয়সাল আহমেদ ও বেসিসের সাবেক সভাপতি ফাহিম মাশরুর প্রমুখ। মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, আমরা সমস্যাগুলো জানি, সমাধানও জানি। কিন্তু সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। গত ৬-৭ বছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে একই অবস্থানে রয়েছে। এর কারণ অবকাঠামো সমস্যা, জমির অপ্রতুলতা, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, জ্বালানি সমস্যা, বিদ্যুৎ-গ্যাসের অপ্রতুলতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন। এ থেকে উত্তরণে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, বন্দরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সালমান এফ রহমান বলেন, গত ১৫ বছর আগে যে সমস্যার কথা শুনেছি সেগুলো এখনও বলা হয়। যদি কোনো সমস্যার সমাধান না হয়ে থাকে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি হচ্ছে কিভাবে। সব সময় সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিমাপ করা সম্ভব না।

ব্যারিস্টার নিহাদ কবির বলেন, এখন আমরা শয়নে-স্বপনে অবকাঠামো উন্নয়ন ও জবাবদিহিতায় স্বচ্ছতার কথা বলি। যত দ্রুত এসব সমস্যার সুফল পাওয়ার কথা তত দ্রুত পাচ্ছি না।

ফাহিম মাশরুর বলেন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি চাকরি করতে চায়। আর যারা বেসরকারি খাতে চাকরি করতে চায় তারা মধ্যমমানের। উদ্যোক্তাদের এসব শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজ করতে হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মশিউর রহমান বলেন, সব সমস্যা একসঙ্গে সমাধান সম্ভব নয়। কারণ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানে সেসব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলো তাদেরই সমাধান করতে হবে। কারণ যে কোনো ভালো উদ্ভাবনা আসে সমস্যার সমাধান থেকে। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

এর আগে 'অবকাঠামোতে অর্থায়ন ঘাটতি' শীর্ষক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনেও উন্নয়নের বাধা হিসেবে অবকাঠামো সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়। সমস্যা সমাধানে সুপারিশ করেন সেশনের আলোচকরা। সেশনে সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ। আলোচক ছিলেন বিশ্বব্যাংকের লিড ইকনোমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন, পিআরআই'র নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্স ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৪-১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, গুণগত অবকাঠামোর দিক থেকে বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০তম। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অবস্থান ৮৭তম এবং চীনের ৪৬তম। অবকাঠামোর মধ্যে বিদ্যুতের অবস্থা নাজুক। এরপর রয়েছে রেল যোগাযোগ, সড়ক ও বন্দরগুলো। এ থেকে উত্তরণে সভরিন বন্ড, কয়েকটি দেশ থেকে সিন্ডিকেট ঋণ, নতুন নতুন দেশ থেকে দ্বিপাক্ষিক ঋণ, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ বন্ড, ব্রিকস ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন করা যেতে পারে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবকণ্ঠ
Date:25-04-2016 Page 07, Col 2-4 Size: 16.5 Col*Inc

অবকাঠামোতেই ঝুঁকতে হবে বেশি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

গ্লোবালি অবকাঠামোগত দিক থেকে বাংলাদেশে এখানো অনেক পিছিয়ে। ১৪৪টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৮৭ হলেও বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০। জিডিপির প্রবৃদ্ধি আট বা নয় শতাংশ অর্জন করতে হলে এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বের কোম্পানিগুলোকে সঠিকভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দিতে হবে। মধ্য আয়ের দেশে যেতে হলে ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে শুধু বিভিন্ন পরিবহন খাতেই প্রতি বছর ১০ হাজার ১৬৫ কোটি (১০১ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন) টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'দি বাংলাদেশ জার্নি' নামে এ সম্মেলনের ফাইন্যান্সিং দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেফিসিট সেশনে তারা এসব কথা বলেন। এর আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-বিআইডিএস।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মাতলুব আহমাদের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো নাজনিন আহমেদ। আলোচক ছিলেন বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, পিআরআই নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর। এ সময় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিআইডিএসের সেমিনারে বক্তারা

বিআইডিএসের নাজনিন আহমেদ বলেন, গত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। যেখানে চীনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, ভারতের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। আবার গত ৫ বছরে লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন করতে পারেনি জিডিপিতে। গত ২০১৫ সালে ৮ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও অর্জন হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ।

এ গবেষক আরো বলেন, অবকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে না বলেই জিডিপির প্রবৃদ্ধিও অর্জন হচ্ছে না। কারণ বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে অবকাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে ১৩০। যেখানে চিনের ৪৬, থাইল্যান্ডের ৪৮, শ্রীলংকার ৭৫, ভারতের ৮৭ ও কম্বোডিয়ার অবস্থান হচ্ছে ১০৭। সর্বোপরি স্কোরের দিক থেকেও আটটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। তাই অবকাঠামোর উন্নয়নেই মনোনিবেশ করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপিতে গত চার বছরে এসব খাতে সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা যথেষ্ট নয়। বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সড়ক বিভাগ রেলপথ, নদীপথ, নতুন করে সমুদ্র বন্দরের উন্নয়ন, গভীর সমুদ্র পথের উন্নয়ন, ঢাকা পরিবহন সিস্টেমের উন্নয়নে ২০২০-২১ সালের মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাজার ১৪২ কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে হবে। যা প্রতি বছরে গড়ে হচ্ছে ১০ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা।

প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, আমাদের অর্থনীতির ৫০ শতাংশ বিশেষ করে আমদানি-রফতানি বহিঃবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। তাই দক্ষতা বাড়াতে হবে। তা না হলে পিছিয়ে পড়বে দেশ। এ ক্ষেত্রে অবকাঠামোর সমস্যা তো আছে। তবে এটাই বড় সমস্যা নয়। দুর্নীতি, সুশাসন, প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নও বড় ব্যাপার। আমাদের দেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার অত্যন্ত কম। তাই ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পদ্মা সেতুর ব্যয় ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। আবার গুড গভর্নেন্স ও জবাবদিহিতার অভাবে দেশি অর্থায়নের প্রতি ঝোঁক বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অর্থনীতির জন্য অবকাঠামো অবশ্যই দরকার। অর্থ একমাত্র বড় সমস্যা নয়। তবে পরিবেশ ঠিক রেখে তা করতে হবে। আবার প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ সঠিক সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে অর্থের ব্যয়ও বাড়ে। অন্যদিকে ঠিক সময়ে কাজও হয় না।

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, সরকার মধ্যম আয়ের দেশে যেতে প্রবৃদ্ধি যে আট বা নয় শতাংশ প্রাক্কলন করছে তা অর্জন করতে হলে অবকাঠামোতে আরো বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে। এটা ছাড়া সম্ভব হয়। তা সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব-পিপিপির ভিত্তিতে করতে হবে। আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জাপানের মতো দেশের বড় বড় কোম্পানি আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে কোরিয়া ইপিজেডে বিনিয়োগ সুযোগ করে দিতে না পারায় গুতাগুতি খেতে হচ্ছে। তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। বিশ্বে অনেকেই এ নিয়ে সমালোচনা করছে। সারা বিশ্বে রাজনীতি ও ব্যবসায়ীরা এক। আমরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সরকার ব্যবসা থেকে সরে এসে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিচ্ছে। তাই অবকাঠামোতে আরো বেশি করে জোর দিতে হবে। উল্লেখ্য গতকাল আরো ৫টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিষেজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।